যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ মুখে সবাকার ।
হৃদয়ে আনন্দ মোর নাহি ধরে আর ॥

রাবণ বধ কাব্য

রচয়িতা—সত্যনারায়ণ

প্রকাশক :—
ফণীভূষণ চৌধুরী
বিধানগড়, কলিকাতা-২৪

মূল্য—১০পয়সা

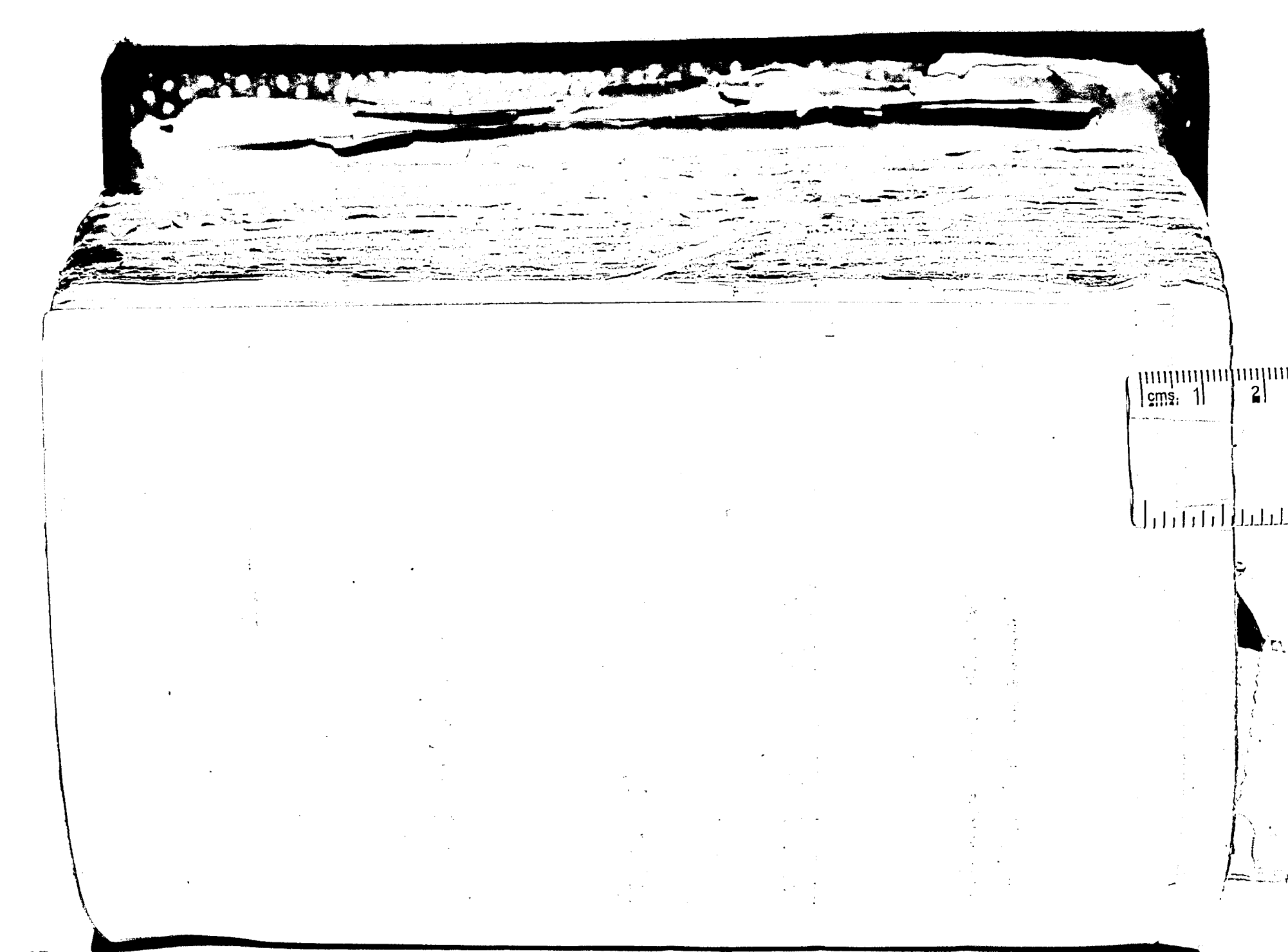
cms. 1
2

কংগ্রেসী

কংগ্রেসী আমি ভাই।
আমি জোতদার আমি সুদখোর অজানা কাহারো নাই।
টাটা বিড়লার সেবাদাস মোরা এদের বাহন আমি।
সমাজের আমি উঁচু সে তলায় নিচেয় নাহিক নামি॥
দুর্নীতি যেথা বাসা মোর সেথা ভালই সবাই জানে।
মুখে মোর মধু ভিতরে গরল হিংসা আমার প্রাণে॥
অহিংসা মোর পুরানো মুখোস হিংসাই আমার বল।
মিলিটারী রুলে শাসন চালাই আবার পুলিশ দল॥
মুখে যাহা বলি করিনা কখনো ইহাই আমার নীতি।
দুঃখ তোমার চির সহচর আমার আরাম প্রীতি।
আদিম যে পাপ করেছিনু মোরা ভারত-বিভাগ দিয়া।
গদির সে লোভ ফেলিতে পারিনা ঝাড়িয়া সকল হিয়া॥
বাংলা দেশের যে গণতন্ত্র আমরা পায়েতে দলি।
হরিয়ানাতে দায়ে ঠেকে তাহা নাচিয়া যে মাথায় তুলি॥
বাংলা দেশের নব উমিচাঁদ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।
দলে টেনে আনি বাচাইতে তারে তাহাতে নাহিক দোষ॥
P.D.F. মানে শিখে রাখো ভাই আমরা সবাই জানি।
পরম দুর্নীতি ফ্রন্ট ছিলো এটা অবাক নাহিক মানি॥
সহবাস করি ইহাদের সাথে বদল হইলে মালা।
নব বধূ রূপে পরান ভরিয়া জুড়াই প্রাণের জ্বালা॥
গ্রামে গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় দেখা হবে মোর সাথ।
চেনা খুব সোজা নেই কোন গোজা মোদের ভিন্ন জাত॥
ম্যাট্রিকে মেয়ে হ্যাট্রিক করে পাশটুকু যদি করে।
চাকুরি দেওয়া অতি সোজা মোর উপর তলার ধরে॥

অফিসে আমি বাক্স বাজাই মাহিনা যাহাই হোক।
জমি কেনা মোর অতি সোজা কাজ হয় যদি মোর ঝোক॥
মাহিনা আমার যাহা হোক নাকো হয় যদি মোর সাধ।
এই দুর্দিনে সব কিছু কিনে দেবই ঘরের ছাদ॥
মাইনে আমার দুই'শ টাকা ওভার টাইম হায়।
গুণে গুণে আনি পাঁচ'শ টাকা প্রত্যেক মাসেতে প্রায়॥
ভোটের আগেতে কংগ্রেসী থাকি ভোটের পরেতে ভাই।
বাংলা কংগ্রেস অফিস খুলিয়া করিগো নিজের ঠাই॥
শয়তানী করে নিজেকে গুছাই ইহাই মোদের রূপ।
মনে মনে ভাবি সব বোকা পাঠা সবাই রহিছে চুপ॥
হয়ে কংগ্রেসী সুখে মোরা নাচি স্বপ্নের বুনি জাল।
চোখ বুজে থাকি বুঝিতে পারিনা হবে কি আগামী কাল॥
বলদে মোদের গলদ ঢুকেছে নাহি বুঝি আর বাচে।
বাইশ বছরে গরু চিরকাল ভাগাড়েতে গিয়ে নাচে॥
বলদ না হলে কেউ কোন কালে বলদের পানে ধায়।
মূর্খ আমরা দেখিতে পারিনা যে দিন আগত প্রায়॥
বাংলার ভাই বাংলার বোন ভুলিয়া গিয়াছে দল।
যুক্তফ্রন্টকে বিদ্রুপ করি না জানি তাহার ফল॥
বাঙ্গালী মহান বাঙ্গালী উদার একহতে তারা জানে।
আমি কংগ্রেসী কুপুত্র তার যম তাই মোরে টানে॥
ঢের পাপ মোরা করিয়া ফেলেছি দিয়েছি অনেক গালি।
শেষ হতে চাই চিরদিন তরে রাখিয়া মুখের কালি॥
মরিয়াই গিয়া বাচিবারে চাই নাহি যে অন্য পথ।
চিতার আগুন জালানো হয়েছে ঐ যে মোদের রথ॥
এসে দলে দলে হরি হরি বলে দাওরে এবার ঝাপ।
বাঙ্গালী বাচুক শান্তি আসুক বিদায় হইক পাপ॥

রাবণ বধ কাব্য

সত্যনারায়ণ

নমি আমি রামচন্দ্র মৃথার্জি অজয়।
নমি আমি জনক রাজা ব্যানার্জি বিজয়॥
গণতন্ত্র সীতা দেবী নমি বারে বার।
নমি আমি জ্যোতি বসু লক্ষ্মণ দোসর॥
কংগ্রেসরূপী রাবণ রাজা করিনু বন্দন।
নমি আমি হনুমানে রাবণ সদন॥
রামায়ণের হনুমান যে রামের দলে রয়।
বাংলা দেশের বানরেরা রাবণ পানে ধায়॥
স্মরি আমি একে একে যত বিভীষণ।
রাবণ দলে জোটে যারা লভিতে মরণ॥
স্মরি যারে বারে বারে সে যে পি. সি ঘোষ।
মন মাঝে উকি মারে আরো আশুতোষ॥
ব্রহ্মচারী ভোলানাথ আরো গঙ্গাধর।
ছোট কবির বড় কবির অধর হালদার॥
বিভীষণ হয়ে ভোলা ত্যাজে আপন দাড়ি।
বাংলা দেশের মানুষেরা ভুলিতে না পারি॥
দাশরথী মহারথী হরেন মজুমদার।
আমীর আলি চণ্ডীপদ কত বলি আর॥
রামায়ণের বিভীষণ যে ধার্মিক প্রবর।
বাংলা দেশের বিভীষণরা অধর্মে তৎপর॥
রাবণ রাজা মহাতেজা ধর্ম্মে ছিলো মন।
বোনের শোকে ক'রে বসে সীতাকে হরণ॥
বাংলা দেশে দশাননের অধর্মেতে মতি।
লোভ ভরে হরিতে চায় সীতা মহাসতী॥
সীতাদেবী মহাসতী দেখিতে সুন্দর।
তাহা দেখি শান্তি নাহি রাবন অন্তর॥
সাধু বেশে রাবণ রাজা ঘোরে ন'টি মাস।
বিভীষণদের দেখা পেলে ঘটে সর্বনাশ॥

অবশেষে রাবণ রাজা সীতা করে চুরি।
বাঙ্গালীরা বদন ভরে বল হরি হরি ॥

রাজ-ভবনেতে সীতা বন্দী হয়ে রয়।
চেড়ীসম ধর্মবীরা পাহারা যে দেয় ॥

বাঙ্গালীরা সবে ভাসে অশ্রুর সাগর।
শোকছায়া পড়ি গেল প্রতি ঘরে ঘর ॥
আরামবাগে শোকে ভাসে মোদের অজয় রাম।
সীতা বিনা কে লইবে সেই মধুর নাম ॥
বরাহনগরে কাঁদে অনুজ লক্ষ্মণ।
"প্রতিশোধ নেব" বলি ভাবে মনে মন ॥

নিজ গৃহে জনক রাজা পড়িয়া ভূতল।
সীতা সীতা সীতা বলি ফেলে চোখের জল ॥
বিধানগড়ে বসে কাঁদে সত্য নারায়ণ।
রাবণ রাজা সীতা হরে লভিতে শমন ॥

কেরানীরা ঘরে বসে ঢালে চোখের নীর।
প্রতিশোধ নেব বলে ভাবে যত বীর ॥

চাষী মজুর জোরে হাকে আবার আসুক দিন।
শোধ করে দেব মোরা বাংলা মায়ের ঋণ ॥

বাঙ্গালীরা সবে করে প্রতীজ্ঞা ভীষণ।
বধিব বধিব মোরা অধম রাবণ।
বাংলা দেশে বন্দিনী হয় জনক সন্তান।
বিধানগড়ের কবি রচে নব রামায়ণ ॥

অনামিশা শেষ হইল এল শুভক্ষণ।
রামচন্দ্র করিতে চায় অকাল বোধন ॥

শাস্ত্র বলে শরৎ কালে দেবীর বোধন।
মাঘ মাসে বাংলা দেশে মোদেরই পূজন ॥
শ্রুতি আছে রাবণ রাজা রামের পুরোহিত।
বাংলা দেশে একই প্রথা নহে বিপরীত ॥

জাকির চাচা করেন পূজা সাজিয়া ব্রাহ্মণ।
না জানিয়া ডেকে আনে নিজেরই শমন ॥
রামের দলে ছিলো যত রথী মহারথী।
তাহা দেখি বুঝি মোরা রাবণ দুর্গতি ॥
কুম্ভকর্ণ অতুল্য সে ঘুমে অচেতন।
ঘুম নাহি ছোটে তাহার নাহি করে রণ ॥
গতরণে আহত সে স্মরিছে শমন।
পুরা দু'টি বর্ষব্যাপী কংগ্রেস ভবন ॥
দশাননের সেরা আনন প্রতাপ রূপ ধরে।
যতীন বাবুর তীক্ষ্ণ বানে পড়িল সমরে ॥
রণদেব রণে হারে অবাক বিস্ময়।
জ্যোতি ভূষণ দেখে হাসে হইয়া নির্ভয় ॥
ইন্দ্রজিৎ সম লড়ে রাক্ষস অমর।
জ্যোতি বসুর হাতে দেখে যমের দুয়ার ॥
নরেশ বাবুর হাতে মরন লভিল খগেন।
গার্ডেনরীচে ষড়রিপু দমে অরুণ সেন ॥
রতুয়াতে ফতুয়া গায় সৌরীন মিশ্র হারে।
রাবণ রাজা কভু ইহা ভুলিতে না পারে ॥
হাড়োয়াতে হাড় ভেঙ্গে রাক্ষস রাবণ।
ব্রজেনের হাতে লভে অন্তিম শয়ন ॥
সোনারপুরে সোনামনি সে যে গঙ্গাধর।
তার কাছে স্বর্গ লভে গৌর সরদার ॥
জয় নগর জয় করে বিখ্যাত সুবোধ।
আলিপুরে যম দেখে নরেন্দ্র অবোধ ॥
বিজপুরে বীজমন্ত্র জপিল বীজেশ।
নৈহাটী গঙ্গা যে পায় রক্ষঃ গোলকেশ ॥
কাশীপুরে কাশী প্রাপ্তি দেখে রক্ষঃ পাল।
নব রূপে রণে মাতে কৃষ্ণ সে গোপাল ॥
শ্যামের পুকুরে গোবিন্দ হাবুডুবু খায়।
হেমন্ত দা কোথা হতে ডুবাইল তায় ॥

শিবপুরে কানাই লাল করে মহা রণ।
মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যু লভে হইল কেমন ?
কালীঘাটে কালীমাতা করিয়া স্মরণ।
বিভা মিত্রে চির মুক্তি সাধিল সাধন ॥
দুর্গাপুরে দুর্গা জপি আনন্দ গোপাল।
দিলীপের তীক্ষ্ণ বানে লভে মহাকাল ॥
তমলুকে মহাযুদ্ধ করে অজয় রাম।
জানারে জানাইয়া দেয় সেই মধুর নাম ॥
কালনাতে হাল না পায় দেবেন্দ্র বিজয় ॥
অন্তিমেতে হরে কৃষ্ণ মুখে শুধু লয় ॥
পূরবী মুখার্জি দেখি স্পূর্পনখা প্রায়।
মোহিনীর মোহে পড়ি যমপুরী ধায় ॥

কাশীকান্ত অতিশান্ত করে মহা রণ।
স্মরজিতে পাঠাইলা যমের ভবন ॥
হরেনও হারেন দেখি বিজয়ের কাছে।
তাহা দেখি বাঙ্গালীরা উল্লাসেতে নাচে।
বিভীষণ চুড়ামনি বুড়ো হনুমান।
ঝাড়গ্রামের রণক্ষেত্রে ত্যাজিল পরাণ ॥

বিভীষণ কুলরথী হরেন মজুমদার।
হাস্‌নাবাদে দেখিতে পায় যমের দুয়ার ॥
দশরথের পুত্র সে নয় দাশরথী নাম।
রয়নাতে বিভীষণ লভে স্বর্গধাম ॥

বিভীষণ চণ্ডীপদ হা হুতাশ করি।
পারুলের হাতে শেষে গেলা যমপুরী ॥
গীতা দেবী রণে আসে উদ্ধারিতে সীতা।
নিজহাতে জালাইলা শ্যামা দাসের চিতা ॥

ইলা মিত্র করে যুদ্ধ প্রদীপের সনে।
প্রদীপের জীবন শিখা নির্ব্বাপিল রণে ॥

বেহালাতে দু ভাই আসি করে মহারণ।
রবীনের হাতে লভে অন্তিম শয়ন ॥

মহেশতলাতে লড়ে সুধীর ভাণ্ডারী।
অম্বিনেতে সে বিজলীর ভবের কাণ্ডারী॥
ক্ষীতি ভূষণ বরবাদে জিনিল রাবণ।
প্রাণ ত্যাজে প্রাণ কৃষ্ণ দেখ জনগণ॥
সিংহ সম রণে মাতে অপূর্ব সে লাল।
বৃষ হস্তী দেখি বাগ্‌দা লভে মহাকাল॥

এই রূপে দুই দলে হয় মহারণ।
রাবণ রাজা ধ্বংশ হয়ে লভিল মরণ॥
চেড়ীসম ধর্মবীরা সীতা ঘিরে রাখে।
বাঙ্গালীরা সবে গিয়া উদ্ধারিল তাকে॥
রাবণের দলে পড়ে মরণের ত্রাস।
বাঙ্গালীরা সবে করে আনন্দ উল্লাস॥
রামের বিজয় বার্ত্তা দিকে দিকে ছায়।
দিল্লীতে রাবণ রাজা মূর্চ্ছাগত প্রায়॥
রাবণের বংশের বাতি মিটিমিটি জ্বলে।
বাঙ্গালীরা বসে হাসে নব কুতুহলে॥
বাঙ্গালীরা এক হয়ে বধিল রাবণ।
সমগ্র ভারতে ইহা করিবে শরণ॥

রামচন্দ্র করিতে চায় বিজয় উৎসব।
চারি দিকে পড়ি গেল সাজ সাজ রব॥
দলে দলে সবে মিলে চলিল ময়দান।
মুখেতে বিভিন্ন ধ্বনি হাতেতে নিশান॥
দেখিতে দেখিতে সভা লোক নাহি ধরে।
নদী সব আসি যেন মিলিল সাগরে॥
নিশানে নিশানে সভা হয়ে গেল লাল।
সন্ধ্যা বেলা অপরূপ জলিল মশাল॥
যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ মুখে সবাকার।
হৃদয়ে আনন্দ মোর নাহি ধরে আর॥

বিধানগড়ের নব কবি হইল পাগল।
রামচন্দ্রের উৎসব দেখি দেখি জনবল ॥
বাঙ্গালীরা সবে যেন নব জন্ম পায়।
মনের আনন্দে তারা নাচিয়া বেড়ায় ॥
মুক্তির সাগরে আজি বাঙ্গালীরা ভাসে।
দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিছে কৈলাসে ॥
ধন্য ধন্য ধন্য আজি হিন্দু মুসলমান।
সীতা যারা উদ্ধারিল হয়ে এক প্রাণ ॥
ধন্য তুমি রামচন্দ্র ধন্য যে লক্ষ্মণ।
ধন্য সব সেনাপতি ধন্য জনগণ ॥
মন দিয়া যেই পড়ে নব রামায়ণ।
মনের কালিমা ঘুচে হয় সে মহান ॥
মানব দমে রাবণ রাজা রাবণ দমে রাম।
কংগ্রেস ভবন ছাড়ে যে লয় রামের নাম ॥
বিধানগড়ের নব কবি রাম ন ম ধরি।
মন প্রাণ খুলে সবে বল হরি হরি।

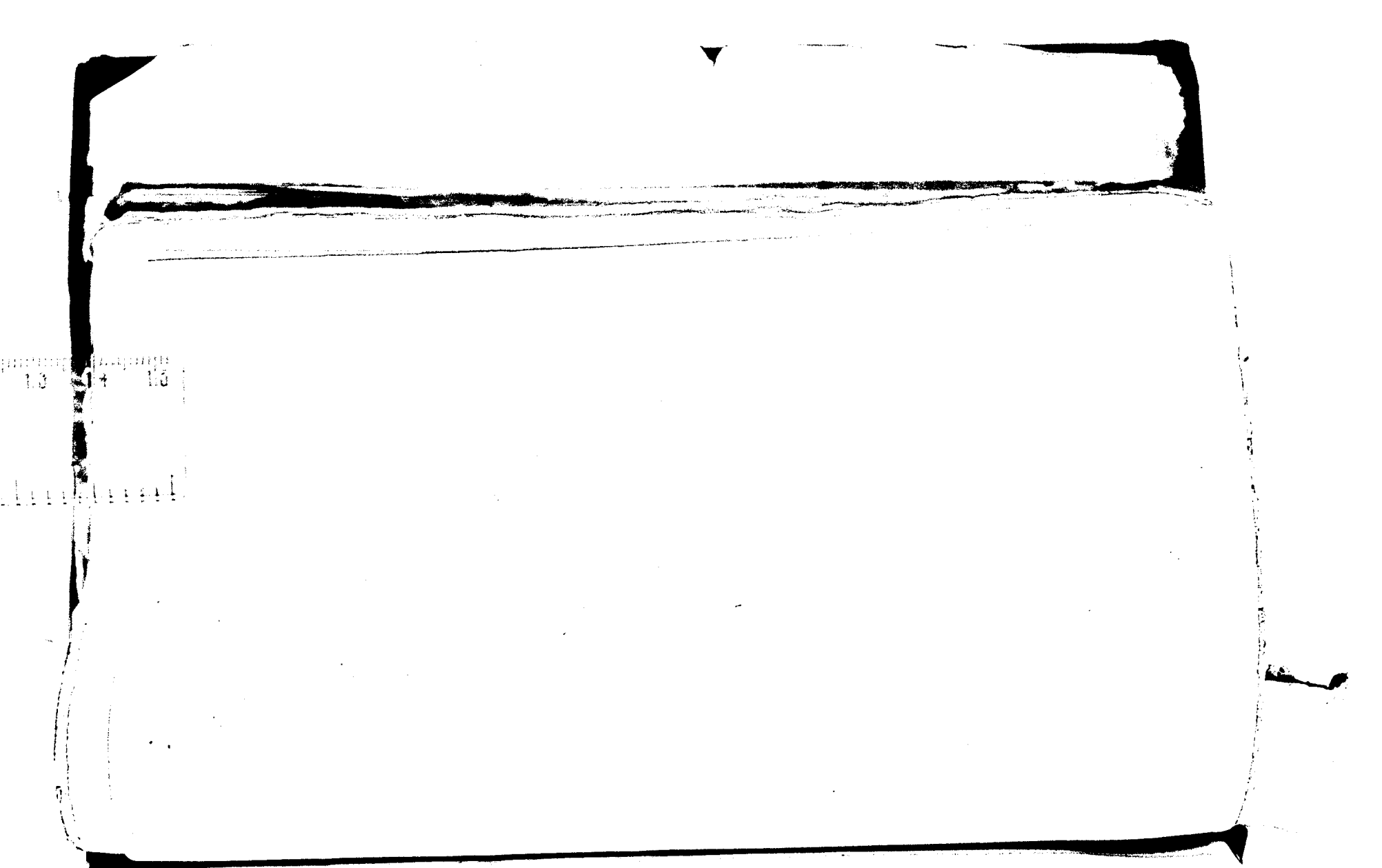

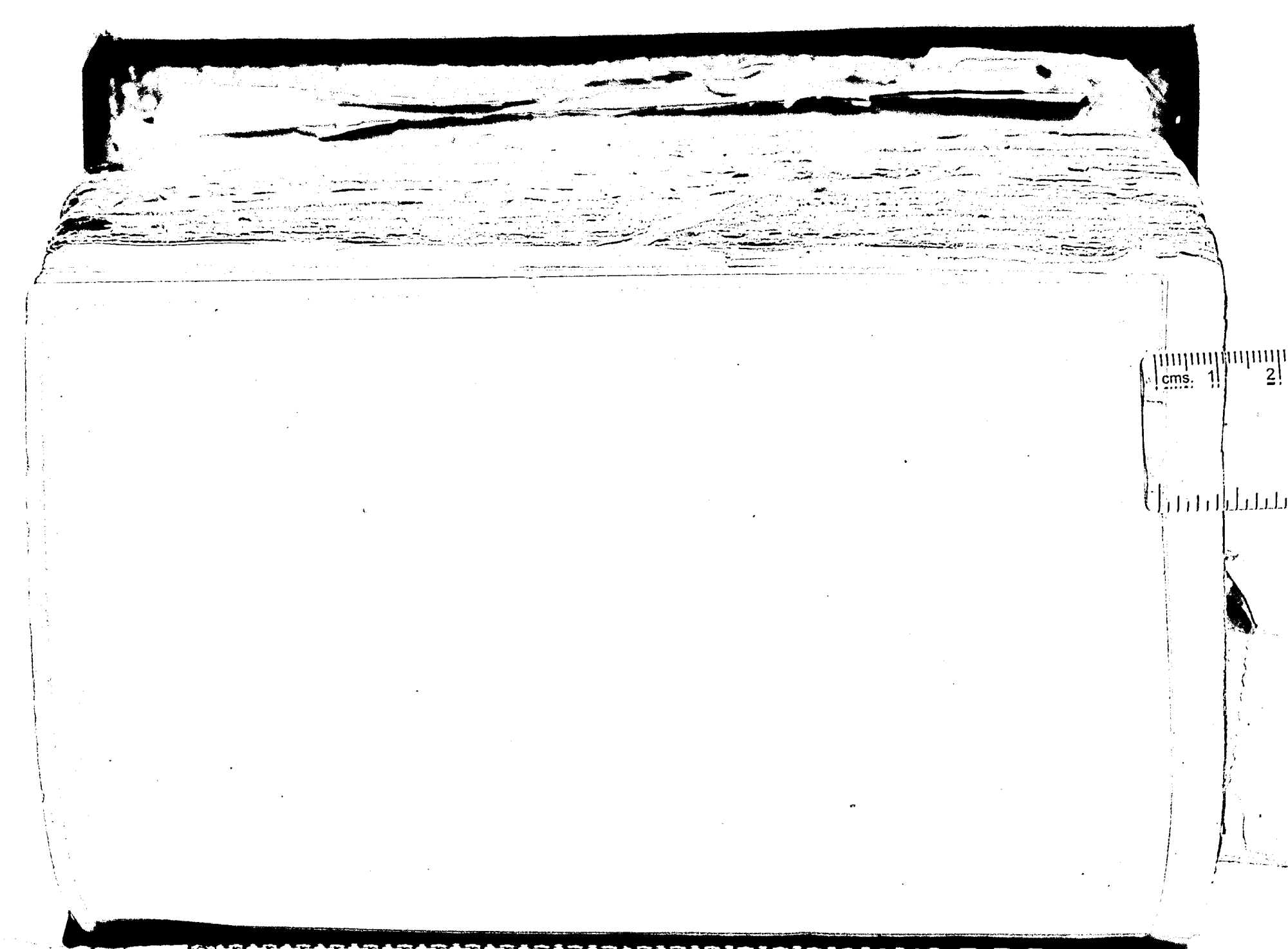
cms. 1
2